ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ২ ফাল্গুন ১৪১৯ বৃহস্পতিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শহর সংস্করণ ৪ টাকা

শিক্ষার উৎকর্ষ কেন্দ্র আজ আপনার শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিগত কয়েক বছরে পুরো বর্ধমান জেলা জুড়েই গড়ে উঠেছে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসানসোল বা বর্ধমান তো বটেই, এমনকি কালনা-কাটোয়ার মতো মফস্বল এলাকাতেও গড়ে উঠেছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যুগপোযোগী কোর্স পড়ানো হচ্ছে সেই সব প্রতিষ্ঠানে। প্রথাগত থেকে প্রফেশনাল পাঠ্যক্রম। যে যেমন পড়ুয়া তার জন্য তেমন পাঠ্যক্রমে পড়ার সুযোগ আজ ঘরে বসেই মিলছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে দেশের বিভিন্ন নামি দামী স্কুলও আজ এই সব শহরে শাখা খুলছে। যেমন দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শাখা খুলেছে দুর্গাপুরে, আসানসোলে। ইতিমধ্যেই সেই স্কুলের পঠন পাঠনের মান নজর কেড়েছে অভিভাবকদের। ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ততা নিয়ে তাঁরা ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে পারছেন সেই স্কুলে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ নিতে এরপর এগিয়ে আসে বেসরকারি সংস্থাগুলি। তাদের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সময়ের চাহিদার দিকে নজর দিয়ে যুগপোযোগী বিভিন্ন কোর্স ও পাঠ্যক্রম চালু হয় সেই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি স্কুলশিক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় এই সব সংস্থা। নিজের শহরে বসেই স্কুল স্তর থেকে পড়াশোনার সুযোগ চলে আসে হাতের মুঠোয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়াশোনার মান রীতিমতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের। পঠনপাঠনের পদ্ধতি, পড়ুয়ারা যাতে বিশ্বমানের শিক্ষা পেতে পারে তার প্রচেষ্টা নজর কাড়ে সবার। এছাড়াও পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুঠাম রাখতে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে স্পোর্টস কমপ্লেক্স সহ অন্যান্য ব্যবস্থা। বছরে এক বা একাধিক বার শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থাও থাকে। এই রকমের সব সুযোগই রয়েছে আসানসোলের ডিপিএস স্কুলে।

প্রায় ১০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে আসানসোল ডিপিএস। স্কুলে একটি স্বয়ং সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। স্কুলের সব পড়ুয়া সেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ পায়। স্টেট অফ দ্য আর্ট মানের কম্পিউটার ল্যাবরেটরি রয়েছে স্কুলটিতে। ২৪ ঘণ্টা ইন্টারনেটের সুবিধা যুক্ত ৮০ টি কম্পিউটার আছে। একসঙ্গে একশো জন পড়ুয়া কম্পিউটার ল্যাবরেটরির সুযোগ পেতে পারেন। স্কুলে প্রাক প্রাথমিক স্তরে প্রতি সেকশনে ৩০ জন করে পড়ুয়া থাকে। প্রথম শ্রেণি থেকে সংখ্যা বেড়ে হয় ৪০। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই স্কুলে শিক্ষক ও পড়ুয়ার অনুপাত ১:২০ ছাড়ায় না। স্কুলটি সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত। ১৪ বছর পঠন পাঠন শেষে পড়ুয়াদের স্কুল জীবনের সমাপ্তি ঘটে। প্রথম বছর নার্সারি, দ্বিতীয় বছর কিন্ডারগার্টেন এবং দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আরও ১২ বছর। পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে সদা চিন্তিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেজন্য স্কুলের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সব পড়ুয়াকে বাড়ি থেকে স্কুলে নিয়ে আসা ও স্কুল শেষে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।